OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 817 - 825
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজ

জগন্নাথ বর্মন
সহকারী অধ্যাপক
সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ী, বীরভূম
Email ID : jagannathbarman55@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rabindranath Tagore, Crisis of Civilization, Postcolonial Society, Colonialism, Western Civilization, Cultural Hegemony, Social Justice, Colonial Critique.

Abstract
Rabindranath Tagore's essay 'Crisis in Civilization (Sabhyatar Sankat) is a profound critique of colonial rule of Western civilization. Written in 1941 during the final years of British rule in India the essay expresses Tagore's deep disillusionment with Western imperialism and its hypocrisy regarding human values. Initially an admirer of Western literature and philosophy Rabindranath Tagore gradually became disenchanted with the colonial powers. In his essay Rabindranath Tagore not only criticize the colonialism rule but also serves as a philosophical reflection on the true meaning of civilization.

Rabindranath Tagore highlights how British colonialism not only politically subjugated India but also sought to impose cultural dominance. The British justified their rule under the pretense of spreading modern civilization. Tagore challenges the Western notion that technological advancement and military strength alone define civilization. Instead, Rabindranath Tagore argues that true civilization is based on ethical values, mutual respect, and human dignity. He also states that civilization, as translated in Indian languages, lacks an equivalent term, implying that its true essence goes beyond material progress.

One of the key themes in 'Crisis in Civilization' is Rabindranath Tagore's criticism of the moral downfall of the West. According to Rabindranath Tagore, despite its scientific and industrial progress, the West had forsaken fundamental human values. He saw colonial exploitation, global conflicts and racial superiority as symptoms of this ethical decline. The industrial revolution had fueled economic prosperity in Europe but this progress came at the cost of immense suffering in the british colonies. He argues that technology should serve humanity not become a tool for oppression. Furthermore, the rise of fascism and the horrors of war demonstrated how Western civilization was on a self-destructive path.

Despite his critique, Rabindranath Tagore remained hopeful about the future. He believed that humanity could overcome its crises through self-awareness, justice and moral resurgence. His essay carries a universal message- True civilization is not about dominance but about harmony, compassion and shared progress. Even today, in a world marked by economic disparity, cultural imperialism, and conflicts, 'Crisis in Civilization remains

relevant. Tagore's vision calls for a civilization built not on exploitation but on human dignity and ethical values.

Discussion

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি মানবসভ্যতার চরম আত্ম-সংকটের মুহূর্তে লেখা এক অবিস্মরণীয় রচনা। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বিচারিতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ইংরেজ জাতি, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সময়ের মুগ্ধতা ও অপরিসীম শ্রদ্ধা কালের বিবর্তনের সাথে সাথে কীভাবে হতাশায় পরিণত হয়েছে, তার এক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ‘সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে’। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে কেবল রাজনৈতিক নিপীড়নই করেনি, এটি ভারতীয় সমাজে একচেটিয়া সাংস্কৃতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবশিক শাসনামলে তৎকালীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বিভেদ ব্যাপক ভাবে প্রকট হয়ে পড়েলেও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্ঠা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের এই দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, প্রকৃত সভ্যতা কেবল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা বা সামরিক শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা মানবিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি শুধু উপনিবেশবাদী শাসনের সমালোচনা নয়, বরং তা মানবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাসেরও প্রতিফলন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, শোষণ ও নিপীড়নের এই অন্ধকার অধ্যায় পেরিয়ে মানবজাতি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হবে। বর্তমান বিশ্বেও যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা, বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ পাঠককে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রচিন্তায় সভ্যতার সংকট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি তাঁর গভীর জীবনবোধ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির এক বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪১ সালে লেখা ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদী শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে স্বীকার করলেও তার মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সভ্যতার প্রকৃত অর্থ ও তার স্বরূপ কী হওয়া উচিত - এটাই ছিল তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে - সভ্যতা কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা সামরিক শক্তির আধিপত্য নয়। সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে। তিনি তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে বলেছেন, -

> “ ‘সিভিলিজেশন’, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়।”[১]

এই বক্তব্যে তিনি সভ্যতার অন্তর্নিহিত অর্থের জটিলতা বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সভ্যতা কেবলমাত্র বাহ্যিক জৌলুস বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবিক কল্যাণ, ন্যায়বিচার এবং সমতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজই প্রকৃত সভ্য সমাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন আদর্শ ছিল ‘সদাচার’। এটি ছিল সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ধরনের শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা যা সামাজিক প্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এই সংকীর্ণতার বাইরে গিয়েও মানবতার মহান আদর্শকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

> “সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।”[২]

এই উক্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতা মানবিক মূল্যবোধের ত্যাগের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন উপনিবেশবাদ সভ্যতার সংকটের অন্যতম কারণ। ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতবর্ষে যে দারিদ্র্য, শোষণ এবং সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তা ছিল মূলত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষনের ফল। তিনি লিখেছেন –

> "ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।"[৩]

এই বাক্যে তিনি ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের নিপীড়নমূলক নীতির সমালোচনা করলেও পাশ্চাত্যের কিছু মানবিক ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রশংসাও করেছেন। উদাহরণস্বরূপ জন ব্রাইটের মতো কিছু ব্রিটিশ চিন্তকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন যাঁরা ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সাথে এটাও দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা এবং ক্ষমতার মোহ পাশ্চাত্যের সেই মানবিক চেতনাকে ধ্বংস করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার সংকটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছেন যেখানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কথা উল্লেখিত আছে। শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপে প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বাড়লেও, সেই প্রযুক্তিকে উপনিবেশগুলিতে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, -

> "যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত।"[৪]

এই মন্তব্যে তিনি ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তিকে দায়ী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও দেখিয়েছেন প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও ইউরোপ কিভাবে নিজেই নিজের ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান ছিল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বলেন, -

> "এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"[৫]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার নৈতিক অধঃপতনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সভ্যতার এই সংকটের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেষ্ঠ আশাবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানবজাতি তার ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে একদিন প্রকৃত সভ্যতার পথে এগিয়ে যাবে। তাঁর মতে, প্রকৃত সভ্যতা তখনই গড়ে উঠবে যখন মানুষ জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক বিভাজন অতিক্রম করে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। তিনি লিখেছিলেন, -

> "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।"[৬]

এই আশাবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্বজনীন মানবতাবাদী দর্শনের পরিচয় বহন করে। তিনি প্রার্থনা করেছেন, পূর্বদিগন্ত থেকে নতুন সভ্যতার সূর্যোদয় ঘটবে যেখানে মানবিক মূল্যবোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ ও তার প্রভাব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' লেখনীতে উপনিবেশবাদের নির্মমতা, শোষণ, এবং সাংস্কৃতিক বিকৃতির চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যম নয় বরং এটি হল সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। তাই ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের জনগণ কেবল অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হননি বরং তাঁরা আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক গৌরব থেকেও যথেষ্ঠ বঞ্চিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদের এই বহুমুখী প্রভাব গভীরভাবে উপলব্ধি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেছিলেন এবং তাঁর রচনার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিবেশবাদকে কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক শাসনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের সম্পদ আহরণ করা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের নিপীড়ন জনসাধারণকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লিখেছেন, -

> "অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা - কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।"[৭]

এই বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে উপনিবেশিক শাসন কেবলমাত্র শাসকদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত হত, জনগণের কল্যাণের কোন লক্ষ্য ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের শ্রম ও সম্পদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে ব্যয় করা হলেও ভারতবাসীকে তার মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, উপনিবেশবাদের সবচেয়ে সুক্ষ্ম এবং গভীর প্রভাব পড়েছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। ব্রিটিশরা ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে উচ্চতর বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যা ভারতীয়দের আত্ম-সম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাসে গভীর আঘাত হানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে, -

> "এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।"[৮]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ শক্তির আইন-শৃঙ্খলার নামে মানুষের স্বাভাবিক মানবিক বিকাশকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন যে, প্রকৃত সভ্যতা কেবল বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটিকে মানব মনের অন্তর থেকে উৎসারিত হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ শুধু অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের মানসিক জগতেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং পরাধীনতার মানসিকতা গেঁথে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিতে উপনিবেশিক শাসনের আরোপিত দোষারোপ নীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি দেখেছিলেন কীভাবে ব্রিটিশরা ভারতের সামাজিক বিভাজন ও দুর্বলতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। জাতি, ধর্ম এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজনকে আরও গভীর করে উপনিবেশবাদীরা ভারতীয় সমাজকে বিভক্ত ও দুর্বল করেছে।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির কিছু মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন, তবুও তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ন্যায়সঙ্গত তা কখনোই স্বীকার করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে আসে না বরং মানসিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিও অবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, -

> "ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।"[১০]

এই বক্তব্যে তিনি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের স্থবির অবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শিক্ষা ব্যবস্থারও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয়দের মনকে ক্রীতদাসে পরিণত করছে, যা ভারতীয়দের সৃজনশীলতা ও স্বকীয়

চিন্তাভাবনাকে বিনষ্ট করছে। তিনি শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা জাতীয় চেতনা, সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা কেবলমত্র তথ্য আহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবিকতা ও সহমর্মিতারও বিকাশ ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী এক তাত্ত্বিক। তিনি মনে করতেন যে, প্রকৃত মানব সভ্যতা কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য নয়, বরং এটি সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। তাই তিনি উপনিবেশবাদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধেই তাঁর কলম চালিয়েছেন। ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে তিনি বলেন, -

> “মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বন্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়।”[১১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে মানবতার সার্বজনীন চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করে উপনিবেশবাদের সংকীর্ণ জাতীয় অহংকারের তিব্র বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে উপনিবেশবাদ কেবল একটি শাসন ব্যবস্থা নয়, বরং এটি ছিল মানবতার মর্যাদার উপর সরাসরি আঘাত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সভ্যতা কেবলমাত্র প্রযুক্তি এবং বাহ্যিক সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা মানুষের আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের মধ্যেই নিহিত থাকে।

উপনিবেশবাদ পরবর্তী প্রভাব ও আধুনিক বিশ্ব : উপনিবেশবাদ দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে প্রাভাবিত করে আসছে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির শাসন পরবর্তী সময়ে বিশ্ব যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, তা এখনও সমসাময়িক সমাজে এখনো প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে উপনিবেশবাদী শাসনের নির্মমতা, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বে এর সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। উপনিবেশবাদ-পরবর্তী বিশ্বে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ছিল উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ উপনিবেশবাদী শাসন থেকে মুক্তি পায়। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের দেশগুলো স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে নিজেদের জাতীয় পরিচয় পুনঃনির্মান করে। যদিও এই স্বাধীনতা অর্জন সহজ ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘস্থায়ী শোষণ, সম্পদের অপচয়, জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজনের কারণে নবগঠিত রাষ্ট্রগুলো এক তিব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মুখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে এই সংকটের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, -

> “ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।”[১২]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, উপনিবেশ-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি তখনো বাকি ছিল।

উপনিবেশবাদ শেষ হলেও অর্থনৈতিক পরাধীনতা অনেক রাষ্ট্রেই স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। কারন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের জন্য সেই ঔপনিবেশিক তথা পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বিভিন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতির মাধ্যমে কঠিন শর্ত ও উচ্চসুদের ঋণ প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে এই ধরনের অর্থনৈতিক নির্ভরতা উপনিবেশবাদেরই একটি নতুন রূপ। তিনি পশ্চিমা সভ্যতার এই মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, -

> “অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।”[১৩]

এই অবস্থান থেকেই বোঝা যায়, নয়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

উপনিবেশিক শাসনামলের চাপিয়ে দেওয়া ভাষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি উপনিবেশ-পরবর্তী বিশ্বেও অব্যাহত থেকেছে। অনেক রাষ্ট্রে ইউরোপীয় ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। শুধু তাই নয় পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থাকে কিছু কিছু দেশ সার্বিক উন্নতির প্রধান মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে। যদিও বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশগ নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে এই প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

উপনিবেশবাদ-পরবর্তী বিশ্বে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চললেও উপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি বহু দেশে অব্যাহত থেকেছে। উপনিবেশিক শাসকেরা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি প্রয়োগ করেছিল, তার ফলাফল এখনো অব্যাহত রয়েছে। ফলস্বরূপ জাতিগত সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এখনো অনেক দেশের মূল সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাজন নীতির ফলাফল সম্পর্কে বলেছিলেন, -

> “সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন চালিত দেশে।”[১৪]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে উপনিবেশবাদ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনকে দীর্ঘস্থায়ী করে রেখেছে।

আজকের বিশ্বেও উপনিবেশিক অতীতের ছায়া স্পষ্ট। শরণার্থী সংকট, মানবপাচার, যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য উপনিবেশবাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের অংশ। ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলো এখনো বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে আধিপত্য বজায় রেখেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেছেন - মানবতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন –

> “আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে।”[১৫]

এই আশার বাণী আধুনিক বিশ্বে মানবিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক সংহতির প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়।

আধুনিক পৃথিবীতে ‘সভ্যতার সংকট’-এর প্রাসঙ্গিকতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মগৌরব, উপনিবেশবাদী শাসণ ও শোষণ, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আধিপত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, সভ্যতা যদি মানব কল্যাণের বদলে ধ্বংস ও শোষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়, তাহলে তা কখনোই প্রকৃত সভ্যতা হতে পারে না। বর্তমান বিশ্বেও এই সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ রূপ হয়তো নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য আজও বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে। তথ্য-প্রযুক্তির বিপুল উন্নতি সত্ত্বেও মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, সংঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশন, নব্য উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রনীতি এবং ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান বিশ্বব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতাকে আরও গভীর করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে মানবিকতা, সাম্য ও শান্তিকে তুলে ধরেছিলেন, যা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

উপনিবেশবাদের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলেও তার প্রকৃত রূপ এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। এখন ঔপনিবেশিক শাসন চলে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো দরিদ্র দেশগুলোর সম্পদ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article – 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 817 - 825
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শোষণ করছে অথবা উন্নত দেশগুলোর বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতির কারণে দুর্বল দেশগুলো তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রভৃতি অনেক উন্নয়নশীল দেশের ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করে ঋণ প্রদান করছে, যার ফলে তারা স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রবলভাবে বিরাজমান। পশ্চিমা গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির একচেটিয়া আধিপত্য অনেক দেশেই স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে গ্রাস করে নিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতি ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফলে জাতিসত্তা ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসারে বড় সংকট দেখা দিচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি এখনো নিজেদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে না পারে, তবে সভ্যতার এই সংকট আরও গভীরতর হবে।

প্রযুক্তি আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি প্রভৃতি মানুষের জীবনকে যেমন সহজ-সরল করে তুলেছে তেমনি তা মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাও বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল দুনিয়ার প্রতি মানুষের আসক্তি, ব্যাক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন, সাইবার অপরাধ ও ভুয়া তথ্য সম্প্রচার মানব সমাজে গভীর সংকট সৃষ্টি করছে। আগে মানুষ সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করত। কিন্তু এখন ভার্চুয়াল দুনিয়ায় হারিয়ে গিয়ে মানুষ বাস্তব জীবনে একা হয়ে পড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে, এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলো ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতি তখনই অর্থবহ যখন তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকের বিশ্বে প্রযুক্তির এই অপব্যবহার সভ্যতাকে ক্রমশ সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েই চলেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলস্বরূপ কিছু দেশ ও ব্যক্তি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এখনো দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে বন্দি। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ, কর্পোরেট কর ফাঁকি এবং শ্রমশক্তির শোষণের মাধ্যমে ধনী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিরা আরও সম্পদশালী হচ্ছে, অথচ দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক দেশেই কর্মসংস্থানের অভাব, ন্যায্য মজুরির সংকট এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, সভ্যতার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত থাকে সামাজিক সাম্যের মধ্যে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এই সাম্যও ব্যাহত হচ্ছে, ফলে সভ্যতা আরও সংকটে পড়ছে।

বিশ্ব আজও যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংঘাতে জর্জরিত। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, দক্ষিণ চীন সাগরের আধিপত্যবাদী প্রতিযোগিতা বিশ্বে অস্থিরতা ও বিশ্ব যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। বড় শক্তিধর দেশগুলো অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্র দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় সংঘাত, জাতিগত সহিংসতা ও অস্ত্র ব্যবসার মাধ্যমে অনেক দেশ রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ছে। উন্নত দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে, যা বিশ্বশান্তির জন্য মারাত্মক হুমকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠুর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, সভ্যতা যদি ধ্বংসের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তবে তা সভ্যতা নয়। আজকের বিশ্বেও যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে যুদ্ধ ও ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে, তবে সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মানব সভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষ প্রকৃতির ওপর যে শোষণ চালিয়ে আসছে, তার ফলস্বরূপ আজ বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলের বরফগলা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বন উজাড়, কার্বন নির্গমন, প্লাস্টিক দূষণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। উন্নত দেশগুলো শিল্পায়নের মাধ্যমে বিশ্বের জলবায়ুর ক্ষতি করলেও, এর প্রধান ভুক্তভোগী হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতি ও সভ্যতার সহাবস্থান জরুরি। কিন্তু আজকের সভ্যতা যদি পরিবেশের প্রতি অবহেলা অব্যাহত রাখে, তবে সভ্যতার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃত সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে অর্থ, ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিচালিত হচ্ছে, যা নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। মানুষ এখন স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা এবং ভোগবাদে এতটাই নিমজ্জিত যে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দুর্নীতি, প্রতারণা, সামাজিক অবিচার— এসব সমস্যা বিশ্বব্যাপী সাধারণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসারের ফলে ভুয়া খবর, প্রোপাগান্ডা এবং মিথ্যাচার সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কারণ তাদের সামনে সঠিক মূল্যবোধ গঠনের সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা এবং নৈতিক শিক্ষার অভাব এই সংকটকে আরও তীব্র করছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পেশাগত দক্ষতা অর্জন নয়, বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ করে তোলা। তাই, সভ্যতার সংকট কাটানোর জন্য শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় আত্মপরিচয় এবং নিজস্ব সংস্কৃতির গুরুত্ব বারবার তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত সভ্যতা গড়ে ওঠে সংস্কৃতির বিকাশ ও বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে বিশ্বায়ন এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। পশ্চিমা জীবনধারা, ভোগবাদী সংস্কৃতি, ফাস্ট ফুড, পোশাক, বিনোদন ও সামাজিক মূল্যবোধ এখন বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করছে। হলিউড, নেটফ্লিক্স, কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম নিজের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ফলে অনেক জাতির ভাষা, শিল্প, সাহিত্য এবং ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্যিকারের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি তখনই সম্ভব, যখন কোনো জাতি নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, অথচ একই সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি উদার মনোভাব রাখবে। সাংস্কৃতিক চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্থানীয় ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলোর সংরক্ষণে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি উপনিবেশবাদী শাসনের নির্মম বাস্তবতা ও তার গভীর প্রভাব তুলে ধরে। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার স্বরূপকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে এই সমালোচনার মধ্যেও তিনি মানবতার ওপর আস্থা হারাননি। উপনিবেশিক শাসনের শোষণ, বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি কেবল অভিযোগ তোলেননি, বরং ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন আশার বাণীও শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানব সভ্যতা কেবল ভৌত শক্তি ও অর্থনৈতিক প্রগতির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; বরং তা গড়ে ওঠে ন্যায়, মানবিকতা এবং পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধের ভিত্তিতে। তাঁর মতে, সভ্যতা তখনই প্রকৃত সভ্য হয়ে ওঠে, যখন তা সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে। উপনিবেশবাদ সভ্যতার নামে যে অবিচার ও শোষণ চালিয়েছে, তা মানবতার প্রতি এক চরম অবমাননা। আধুনিক বিশ্বেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা যথেষ্ঠ প্রাসঙ্গিক। আজও বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অসামঞ্জস্য এবং জাতিগত সংঘাত দেখা যায়। আধিপত্যবাদী নীতির মাধ্যমে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, অন্ধকার যতই গভীর হোক না কেন, মানবতার আলো একদিন পথ দেখাবে। সুতরাং, সভ্যতার সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে ন্যায়, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চাই হতে পারে প্রকৃত সভ্যতার ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের এই বাণী আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যিকার সভ্যতা গড়ে ওঠে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সম্মানবোধের মাধ্যমে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিচিত্রা, রবীন্দ্র-রচনা-সঞ্চয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা পঁচিশে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৩১৭
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০-৩২১
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯